ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : গ্রন্থকার পরিচিতি

1- اكتب نبذة من حياة العلامة برهان الدين المرغيناني مع بيان اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته العلمية.

[আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র)-এর নাম, বংশপরিচয়, জন্মস্থান এবং তার শিক্ষাজীবনের বিবরণসহ জীবনী লিপিব্ধ কর।]

প্রশ্ন-১: আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র)-এর নাম, বংশপরিচয়, জন্মস্থান এবং তার শিক্ষাজীবনের বিবরণসহ জীবনী লিপিব্ধ কর।

ভূমিকা:

ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাসে হানাফি মাজহাবের শ্রেষ্ঠ ফকিহদের মধ্যে শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, হাফিজুল হাদিস এবং ফিকহ বিশারদ। তাঁর অমর গ্রন্থ 'আল-হিদায়া' হানাফি ফিকহ শাস্ত্রের এক অনন্য দলিল, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বের সকল মাদরাসায় পাঠ্যবই হিসেবে সমাদৃত। ইলমে ফিকহের প্রচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। নিম্নে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. নাম ও বংশপরিচয়:

তাঁর নাম আলী, উপনাম (কুনিয়াত) আবুল হাসান এবং লকব বা উপাধি হলো বুরহানুদ্দীন (দীন বা ধর্মের দলিল)। তবে তিনি 'সাহিবুল হিদায়া' (হিদায়া গ্রন্থের লেখক) নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর বংশ পরম্পরা হলো- আলী ইবনে আবী বকর ইবনে আব্দুল জলিল ইবনে আল-খলিল ইবনে আবী বকর আল-ফারগানী আল-মারগিনানী।

আরবিতে তাঁর পরিচয়:

هو شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني.

তিনি ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা.)-এর বংশধর।

২. জন্ম ও জন্মস্থান:

আল্লামা মারগিনানী (র.) ৫১১ হিজরি সনে (১১১৭ খ্রিষ্টাব্দে) রোজ সোমবার আসরের ওয়াক্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান হলো মধ্য এশিয়ার ফারগানা প্রদেশের 'মারগিনান' নামক শহরে। বর্তমানে এটি উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। জন্মস্থানের দিকে নিসবত বা সম্বন্ধ করেই তাঁকে 'আল-মারগিনানী' বা 'মারগিনানী' বলা হয়।

৩. শিক্ষাজীবন ও জ্ঞানার্জন (نشأته العلمية):

আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) একটি উচ্চ শিক্ষিত ও দ্বীনি পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় নিজ পরিবার ও স্থানীয় মক্তবে। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করেন এবং প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন।

এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালীন ইলমের কেন্দ্রভূমিগুলোতে ভ্রমণ করেন। তিনি জ্ঞানপিপাসু হয়ে বুখারা, সমরকন্দ এবং ফারগানার শ্রেষ্ঠ আলেমদের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। তিনি ইলমে হাদিস, তাফসির, উসুল ও ফিকহ শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিশেষ করে ফিকহ শাস্ত্রে তিনি এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের আলেমগণ তাঁকে **'ইমামুল আইম্মাহ'** বা ইমামদের ইমাম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. শিক্ষকমণ্ডলী:

তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদদের তালিকা বেশ দীর্ঘ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন:

ক. নাজমুদ্দিন উমর আন-নাসাফী (র.): বিখ্যাত গ্রন্থ 'আকাইদুন নাসাফী'-এর রচয়িতা।

খ. সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দিন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)।

গ. ইমাম বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সমরকন্দি (র.)।

আরবিতে উস্তাদদের সম্পর্কে বলা হয়:

(تفقه على كبار علماء عصره، ومنهم نجم الدين عمر النسفي، وصدر الشهيد حسام الدين).

৫. ফিকহ শাস্ত্রে অবদান ও রচনাবলী:

আল্লামা মারগিনানী (র.) ইলমে ফিকহের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। তিনি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলি হানাফি ফিকহের মৌলিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো:

- **বিদায়াতুল মুবতাদী (بداية المبتدي):** এটি ইমাম কুদূরী (র.)-এর 'মুখতাসার' এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'আল-জামিউস সগীর'-এর সমন্বয়ে রচিত।

- **কিফায়াতুল মুনতাহী (كفاية المنتهي):** এটি 'বিদায়াতুল মুবতাদী' কিতাবের ৮০ খণ্ডের বিশাল ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

- **আল-হিদায়া (الهداية):** যখন তিনি দেখলেন 'কিফায়াতুল মুনতাহী' অনেক বিশাল হয়ে গেছে, তখন তিনি এর সারসংক্ষেপ হিসেবে 'আল-হিদায়া' রচনা করেন। এটি রচনা করতে তাঁর দীর্ঘ ১৩ বছর সময় লেগেছিল। এই কিতাব সম্পর্কে বলা হয়- **(إن الهداية كالقرآن قد نسخت ۞ ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب).** অর্থাৎ, হিদায়া কিতাবটি কুরআনের মতো (মর্যাদাপূর্ণ), যা শরীয়তের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে মানসুখ বারহিত করে দিয়েছে (অর্থাৎ এর উপস্থিতিতে অন্য কিতাবের প্রয়োজন কমে গেছে)।

- **আত-তাজনিস ওয়াল মাযিদ (التجنيس والمزيد)।**

- **মানাসিকুল হজ্জ (مناسك الحج)।**

৬. তাকওয়া ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ

ইলমের পাশাপাশি তিনি ছিলেন আমল ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। তিনি সর্বদা সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন এবং সকল প্রকার সন্দেহজনক বিষয় (মুশতাবিহাত) থেকে দূরে থাকতেন। কথিত আছে যে, তিনি ইলম অর্জনের সময় বা কিতাব লেখার সময় সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন। তাঁর বিনয়, নম্রতা এবং আল্লাহভীতি ছিল অতুলনীয়।

৭. ইন্তেকালঃ

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই উজ্জ্বল নক্ষত্র হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে ইহজাগতিক মায়া ত্যাগ করেন। তিনি ৫৯৩ হিজরি সনের ১৪ই জিলহজ্জ, রোজ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন।

আরবিতে তাঁর ওফাত সম্পর্কে বলা হয়ঃ

(توفي رحمه الله في الرابع عشر من ذي الحجة سنة 593 هـ).

তাঁকে সমরকন্দের 'চাকারদিযা' কবরস্থানে দাফন করা হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মাকাম দান করুন।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন মুসলিম উম্মাহর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের ফসল 'আল-হিদায়া' আজও ফিকহ শাস্ত্রের শিক্ষার্থীদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। হানাফি ফিকহের প্রচার ও প্রসারে এবং জটিল মাসআলাগুলোর সমাধানে তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহ চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরে পূর্ণ করে দিন। আমিন।

2- اشرح الرحلات العلمية التي قام بها المرغيناني وأثرها على تكوينة الفقهي-

[মারগিনানী (র) ইলম অর্জনের জন্য কোথায় সফর করেছিলেন তার বর্ণনা দাও এবং এগুলো তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা গঠনে কী প্রভাব ফেলেছিল তা ব্যাখ্যা কর।]

প্রশ্ন-২: মারগিনানী (র) ইলম অর্জনের জন্য কোথায় সফর করেছিলেন তার বর্ণনা দাও এবং এগুলো তাঁর ফিকহী চিন্তাধারা গঠনে কী প্রভাব ফেলেছিল তা ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

ইসলামী জ্ঞানার্জনের ইতিহাসে 'রিহলা' বা 'ইলমি সফর' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস (طلب العلم فريضة على كل مسلم) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে মনীষীগণ দেশ-দেশান্তরে সফর করেছেন। হানাফি ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি ইলম অন্বেষণে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলোতে দীর্ঘ সফর করেন। তাঁর এই সফরগুলোই তাঁকে সাধারণ একজন আলেম থেকে 'সাহিবুল হিদায়া' বা হিদায়া প্রণেতা হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ইলমি সফরসমূহ:

আল্লামা মারগিনানী (র.) জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য তাঁর জন্মস্থান ফারগানা থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সফর করেন। তাঁর সফরগুলোকে প্রধানত নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়:

১. ফারগানা উপত্যকায় প্রাথমিক সফর:

তাঁর জ্ঞানার্জনের সূচনা হয় নিজ জন্মভূমি 'মারগিনান' শহরে। এরপর তিনি ফারগানা প্রদেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ইলমি কেন্দ্রগুলোতে সফর করেন এবং সেখানকার স্থানীয় আলেমদের কাছ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

২. জ্ঞানের নগরী বুখারায় সফর:

তৎকালীন সময়ে বুখারা ছিল ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফিকহ চর্চার প্রাণকেন্দ্র। একে বলা হতো 'কুব্বাতুল ইসলাম'। আল্লামা মারগিনানী (র.) উচ্চ শিক্ষার জন্য বুখারায় সফর করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকিহদের সান্নিধ্য লাভ করেন। বুখারার সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও আলেমদের মজলিস তাঁর জ্ঞানের পরিধিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৩. সমরকন্দ সফর:

বুখারার পর তিনি সমরকন্দে গমন করেন। সমরকন্দও ছিল ইলমে ফিকহের এক বিশাল কেন্দ্র। সেখানে তিনি সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দিন (র.)-এর মতো মহান উস্তাদদের দরসে অংশগ্রহণ করেন। সমরকন্দের ফকিহদের সূক্ষ্ম চিন্তাধারা তাঁর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

৪. হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর:

তিনি পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য মক্কা ও মদিনায় সফর করেন। এই দীর্ঘ সফরে তিনি ইরাক, সিরিয়া ও হিজাজের বিভিন্ন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হন।

ফিকহী চিন্তাধারা গঠনে সফরের প্রভাব:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ফিকহি মেধা ও চিন্তাধারা গঠনে তাঁর এই ইলমি সফরগুলোর প্রভাব ছিল অপরিসীম। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা অর্জন:

বিভিন্ন দেশে সফরের ফলে তিনি কেবল এক অঞ্চলের ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি ফারগানা, বুখারা ও সমরকন্দের ফিকহি ধারার সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন। হাদিস শরীফে এসেছে:

(مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ)

অর্থ: "যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" এই সফরের বরকতেই তিনি ফিকহের জটিল মাসআলাগুলো সহজে সমাধান করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

২. শ্রেষ্ঠ উস্তাদদের সান্নিধ্য ও তরবিয়াত:

সফরের কারণেই তিনি নাজমুদ্দিন ওমর আন-নাসাফী এবং সদরুশ শহীদের মতো বিশ্ববিখ্যাত ফকিহদের সরাসরি ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বিভিন্ন উস্তাদের ভিন্ন ভিন্ন পাঠদান পদ্ধতি ও চিন্তাধারা তাঁকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে উদার ও প্রজ্ঞাবান ফকিহতে পরিণত করে।

৩. মাসআলা চয়ন ও তারজিহ প্রদানে দক্ষতা:

বিভিন্ন অঞ্চলের আলেমদের সাথে মতবিনিময় ও বাহাসের (বিতর্ক) ফলে তাঁর মধ্যে 'তারজিহ' বা প্রাধান্য দেওয়ার অসাধারণ যোগ্যতা তৈরি হয়। তিনি হানাফি মাজহাবের 'জহিরুর রিওয়ায়াহ' এবং 'নাওয়াদির' -এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় এবং সঠিক মতটি বেছে নেওয়ার যোগ্যতা এই সফরের মাধ্যমেই শানিত করেছিলেন।

৪. দুর্লভ কিতাব ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ:

সফরকালে তিনি বিভিন্ন সমৃদ্ধ কুতুবখানা বা লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পান। সেখান থেকে তিনি এমন সব বিরল কিতাবের তথ্য সংগ্রহ করেন যা পরবর্তীতে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-হিদায়া' রচনায় সহায়ক হয়। হিদায়া গ্রন্থের রেফারেন্সগুলো দেখলেই বোঝা যায় তাঁর অধ্যয়নের পরিধি কত বিশাল ছিল, যা এক স্থানে বসে অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

৫. আল-হিদায়া রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি:

তাঁর এই দীর্ঘ সফর ও অভিজ্ঞতার নির্যাস হলো 'আল-হিদায়া'। তিনি সফরে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে প্রথমে 'কিফায়াতুল মুনতাহী' রচনা করেন এবং পরে তার সারসংক্ষেপ করেন। সফরের অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন সর্বজনগ্রাহ্য কিতাব রচনা করা অসম্ভব ছিল। আরবিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:

(جمع بين طريقة المتقدمين والمتأخرين)

অর্থাৎ, "তিনি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমদের পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেছেন।" এটি সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন ইলমি কেন্দ্রে তাঁর বিচরণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-এর ইলমি সফরগুলো ছিল নিছক ভ্রমণ নয়, বরং তা ছিল সত্য ও সঠিক জ্ঞান অন্বেষণের এক নিরলস সাধনা। বুখারা, সমরকন্দসহ বিভিন্ন স্থানে তাঁর সফর ও সেখানকার উস্তাদদের সান্নিধ্য তাঁর ফিকহি চিন্তাধারাকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হানাফি মাজহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভে পরিণত হন। তাঁর এই সফরের ফসল 'আল-হিদায়া' কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দিতে থাকবে।

3- من هم أشهر شيوخ العلامة المرغيناني؟ وما هو دورهم في بناء شخصيته العلمية؟

[ইমাম মারগিনানী (র)-এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের নাম উল্লেখ কর। এবং তাঁর ইলমি ব্যক্তিত্ব গঠনে তাদের ভূমিকা কী ছিল?]

প্রশ্ন-৩: ইমাম মারগিনানী (র)-এর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের নাম উল্লেখ কর এবং তাঁর ইলমি ব্যক্তিত্ব গঠনে তাদের ভূমিকা কী ছিল?

ভূমিকা:

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তিই উপযুক্ত উস্তাদের সান্নিধ্য ও নির্দেশনা ছাড়া প্রকৃত আলেম বা ফকিহ হতে পারেন না। 'হিদায়া' গ্রন্থের প্রণেতা শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-এর ইলমি উৎকর্ষতার পেছনেও তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তিনি এমন সব মহৎ ও বিজ্ঞ উস্তাদদের পদতলে বসে জ্ঞানার্জন করেছেন, যাঁরা ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞান-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর প্রসিদ্ধ উস্তাদগণ:

আল্লামা মারগিনানী (র.) তাঁর শিক্ষাজীবনে অসংখ্য উস্তাদের নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তাঁর উস্তাদদের সংখ্যা অনেক। তবে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষকের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো:

১. নাজম উদ্দিন ওমর আন-নাসাফী (র.):

তিনি ছিলেন আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর অন্যতম প্রধান উস্তাদ। তাঁকে 'মুফতিউস সাকালাইন' বা জিন ও ইনসান উভয় জাতির মুফতি বলা হতো। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ। বিখ্যাত 'আকাইদুন নাসাফী' গ্রন্থের রচয়িতা তিনিই। আল্লামা মারগিনানী তাঁর নিকট থেকে হাদিস ও ইলমে কালামের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আরবিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:

هو نجم الدين عمر بن محمد النسفي، صاحب التصانيف الجليلة في الفقه والتفسير).

২. সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দিন ওমর (র.):

তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের হানাফি ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম। বুখারার বিখ্যাত আলেম পরিবারের সন্তান তিনি। আল্লামা মারগিনানী (র.) তাঁর নিকট থেকেই ফিকহের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আয়ত্ত করেন এবং ফিকহি জটিলতা নিরসনের কৌশল শিখেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই মহান ইমামকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল, তাই তাঁকে 'সদরুশ শহীদ' বলা হয়।

৩. বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সমরকন্দি (র.):

আল্লামা মারগিনানী (র.) সমরকন্দে অবস্থানকালে এই মহান আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের অতুলনীয় ফকিহ। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য মারগিনানী (র.)-কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৪. কাওয়ামুদ্দিন আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল-বুখারী (র.):

তিনি ইমাম মারগিনানী (র.)-এর পিতা এবং প্রথম শিক্ষক ছিলেন। পিতার কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে আদব ও বুনিয়াদি ইলম শিক্ষা করেন।

ইলমি ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা:

আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি এবং ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অবদানের পেছনে তাঁর উস্তাদদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. সঠিক ও বিশুদ্ধ ইলমের সেতুবন্ধন:

উস্তাদগণ ছিলেন ইলমের আমানতদার। তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং ইমাম আবু হানিফা (র.) থেকে চলে আসা ইলমের ধারাকে বিশ্বস্ততার সাথে মারগিনানী

(র.)-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। হাদিস শরীফে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ) - "নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।"

মারগিনানী (র.) তাঁর উস্তাদদের মাধ্যমে ফিকহে হানাফির বিশুদ্ধ মতগুলো (জহিরুর রিওয়ায়াত) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন, যা তাঁকে 'হিদায়া'র মতো প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছে।

২. ফিকহি মেধা ও ইজতিহাদি যোগ্যতা সৃষ্টি:

সদরুশ শহীদ এবং নাজম উদ্দিন আন-নাসাফীর মতো উস্তাদগণ তাঁকে কেবল কিতাব পড়াননি, বরং মাসআলা গবেষণা (ইস্তিম্বাত) এবং দুটি মতের মধ্যে শক্তিশালী মতটি বেছে নেওয়ার (তারজিহ) পদ্ধতি শিখিয়েছেন। উস্তাদদের এই প্রশিক্ষণের ফলেই মারগিনানী (র.) ফিকহের জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দিতে পেরেছেন।

৩. লিখনশৈলী ও রচনা পদ্ধতির প্রভাব:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর লিখনশৈলীতে তাঁর উস্তাদ নাজম উদ্দিন আন-নাসাফীর প্রভাব স্পষ্ট। নাসাফী (র.) যেমন অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য লিখতেন, মারগিনানী (র.)-ও 'হিদায়া' গ্রন্থে সেই 'ইজাজ' বা সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ লিখনশৈলী অনুসরণ করেছেন। উস্তাদদের রচনাশৈলী তাঁকে একজন সফল লেখক হতে সাহায্য করেছে।

৪. আমল ও আধ্যাত্মিক গঠন (তারবিয়াত):

উস্তাদগণ কেবল পুথিগত বিদ্যাই দেননি, বরং তাঁরা ছিলেন তাকওয়া ও পরহেজগারির মূর্ত প্রতীক। তাঁদের সংস্পর্শে থেকে মারগিনানী (র.) বিনয়, আল্লাহভীতি এবং ইখলাস অর্জন করেছেন। কথিত আছে, তিনি ইলম অর্জনের সময় সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন এবং কিতাবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—এই আদব তিনি তাঁর উস্তাদদের থেকেই পেয়েছিলেন। আরবি প্রবাদে আছে:

(المرء على دين خليله) - "মানুষ তার বন্ধুর (বা সঙ্গীর) দ্বীনের ওপর থাকে।" উস্তাদদের নেক সোহবত তাঁকে এক উচ্চাঙ্গের বুজুর্গ ব্যক্তিতে পরিণত করেছিল।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন এক উর্বর ভূমি, আর তাঁর উস্তাদগণ ছিলেন দক্ষ কৃষক। উস্তাদদের নিবিড় পরিচর্যা, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনাই মারগিনানী (র.)-কে ফিকহ জগতের এক মহীরুহে পরিণত করেছে। তাঁর রচিত 'হিদায়া' কিতাবের প্রতিটি ছত্রে তাঁর উস্তাদদের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। আল্লাহ তাআলা এই মহান উস্তাদ ও ছাত্র উভয়কে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন।

4- أذكر أبرز تلامذة العلامة المرغيناني ودورهم على نشر علمه ومذهبه -

[ইমাম মারগিনানী (র)-এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের নাম উল্লেখ কর এবং তার জ্ঞান ও মাযহাব প্রচারে তাদের ভূমিকা বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-৪: ইমাম মারগিনানী (র)-এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের নাম উল্লেখ কর এবং তার জ্ঞান ও মাযহাব প্রচারে তাদের ভূমিকা বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

জ্ঞানীর মৃত্যু হলেও তাঁর জ্ঞান বেঁচে থাকে তাঁর যোগ্য শিষ্যদের মাধ্যমে। 'সাহিবুল হিদায়া' আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন ফিকহ আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি কেবল কালজয়ী গ্রন্থ রচনাই করেননি, বরং এমন একদল প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ ছাত্র তৈরি করেছিলেন, যাঁরা তাঁর ইন্তেকালের পর হানাফি মাযহাব এবং বিশেষ করে তাঁর রচিত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকে বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দিয়েছেন। ইলমে ফিকহের ক্রমবিকাশে তাঁর ছাত্রদের অবদান অনস্বীকার্য।

ইমাম মারগিনানী (র.)-এর উল্লেখযোগ্য শিষ্যবৃন্দ:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর দরসে হাজার হাজার ছাত্র অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের মধ্য থেকে যারা পরবর্তীতে ফিকহ ও হাদিস শাস্ত্রের ইমাম বা নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম ও পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো:

১. শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দিন মুহাম্মদ (র.):

তিনি ছিলেন আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার কাছেই তিনি ইলমে ফিকহ ও উসুল শিক্ষার্জন করেন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার ইলমের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং দরস প্রদানে নিয়োজিত হন।

২. শায়খ নিজামুদ্দিন উমর (র.):

ইমাম মারগিনানী (র.)-এর কনিষ্ঠ পুত্র। তিনিও পিতার কাছ থেকে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ফিকহি মাসআলা উদঘাটন এবং বিচারকার্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

৩. শামসুল আইম্মাহ আল-কারদারী (র.):

তিনি ছিলেন আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং মেধাবী ছাত্র। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সাত্তার আল-কারদারী। তিনি হিজরি ৬৪২ সনে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর পর হানাফি ফিকহের প্রচারে তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। বলা হয়ে থাকে, তিনি তাঁর উস্তাদের ইলমকে জীবন্ত রেখেছিলেন।

৪. ইমাম বুরহানুল ইসলাম আজ-জারনুজি (র.):

বিখ্যাত শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থ **'তা'লিমুল মুতাআল্লিম' (تعليم المتعلم طريق التعلم)**-এর রচয়িতা। তিনি আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকেই কিতাব রচনার পদ্ধতি ও ইলমের আদব শিক্ষা করেন।

৫. ইমাম ইমাদুদ্দিন ইবনে আবু বকর (র.):

তিনি ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত মুফতি এবং ফকিহ। মারগিনানী (র.)-এর সান্নিধ্যে থেকে তিনি ফতোয়া প্রদানে দক্ষতা অর্জন করেন।

জ্ঞান ও মাযহাব প্রচারে শিষ্যদের ভূমিকা:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ছাত্ররা হানাফি ফিকহ এবং বিশেষত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের প্রচারে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের অবদানকে নিম্নোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

ক. আল-হিদায়া গ্রন্থের প্রচার ও পাঠদান:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ছাত্ররা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তাঁরা 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের দরস চালু করেছেন। বিশেষ করে শামসুল আইম্মাহ আল-কারদারী (র.) বুখারা ও সমরকন্দে দীর্ঘকাল এই গ্রন্থের পাঠদান করেন।

ছাত্রদের মাধ্যমেই এই কিতাবটি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের মাদরাসাগুলোর পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আরবিতে বলা হয়:

(لولا تلامذته لما انتشر فقه الهداية في الآفاق)

অর্থাৎ, "যদি তাঁর ছাত্ররা না থাকতেন, তবে হিদায়া গ্রন্থের ফিকহ দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত না।"

খ. ফতোয়া প্রদান ও বিচারকার্য পরিচালনা:

তাঁর ছাত্ররা কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁরা তৎকালীন ইসলামী সালতানাতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে 'কাজী' (বিচারক) ও 'মুফতি' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা বিচারকার্যে আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর মতামতের ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করতেন। এর ফলে রাষ্ট্রীয়ভাবে হানাফি ফিকহের ভিত্তি মজবুত হয়।

গ. ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও শরাহ রচনা:

মারগিনানী (র.)-এর ছাত্ররা এবং তাঁদের পরবর্তী ছাত্ররা 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের জটিল স্থানগুলোর ব্যাখ্যা বা 'শরাহ' রচনা করেন। যদিও হিদায়ার বিখ্যাত শরাহগুলো (যেমন- ফাতহুল কাদির, ইনায়া) কিছুটা পরে রচিত হয়েছে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁর সরাসরি ছাত্ররা। তাঁরা উস্তাদের ক্লাসের নোট বা 'আমালি' সংরক্ষণ করতেন যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পাথেয় হয়েছে।

ঘ. ইলমি সিলসিলা বা ধারাহিকতা রক্ষা:

ইসলামে 'সিলসিলা' বা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ)

অর্থাৎ, "প্রতিটি প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা এই ইলম ধারণ করবে।" আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ছাত্ররা সেই ন্যায়পরায়ণ বাহক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা উস্তাদের কাছ থেকে অর্জিত 'উসুলে ফিকহ' এবং 'হিদায়া'-এর জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমানতদারিতার সাথে পৌঁছে দিয়েছেন। আজ

আমাদের কাছে যে হানাফি ফিকহ পৌঁছেছে, তা এই ছাত্রদের মাধ্যমেই এসেছে।

ঙ. আদব ও তারবিয়াতের বিস্তার:

ইমাম আজ-জারনুজি (র.) তাঁর **'তা'লিমুল মুতাআল্লিম'** কিতাবে আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর অনেক উক্তি ও উপদেশ উদ্ধৃত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর উস্তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এবং ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন এক বিশাল বটবৃক্ষ, আর তাঁর ছাত্ররা ছিলেন সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। বাতাসের মাধ্যমে যেমন ফুলের সুবাস ছড়ায়, তেমনি এই ছাত্রদের মাধ্যমে মারগিনানী (র.)-এর জ্ঞান ও হানাফি ফিকহের সৌরভ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণেই আজ 'আল-হিদায়া' কিতাবটি ফিকহ শাস্ত্রের রাজমুকুট হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ তাআলা এই মহান উস্তাদ ও তাঁর ছাত্রদের কবুল করুন।

5- بين المكانة العلمية التي حظي بها المرغيناني بين علماء عصره، وهل كان له تأثير خارج فرغانة؟

[সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে মারগিনানী (র)-এর যে ইলমি মর্যাদা ছিল তা ব্যাখ্যা কর। ফারগানা অঞ্চলের বাইরেও কি তাঁর কোনো প্রভাব ছিল?]

প্রশ্ন-৫: সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে মারগিনানী (র)-এর যে ইলমি মর্যাদা ছিল তা ব্যাখ্যা কর। ফারগানা অঞ্চলের বাইরেও কি তাঁর কোনো প্রভাব ছিল?

ভূমিকা:

মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী ছিল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই যুগে অসংখ্য মনিষীর জন্ম হলেও আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন ফিকহ আকাশের ধ্রুবতারা। তিনি ছিলেন হানাফি মাযহাবের **'মুজতাহিদ ফিল মাসাইল'**। সমসাময়িক আলেমদের নিকট তিনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র এবং ইলমের এক বিশাল সমুদ্র। তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না, বরং তা ফারগানা থেকে শুরু করে আরব-আজম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে মারগিনানী (র.)-এর ইলমি মর্যাদা:

আল্লামা মারগিনানী (র.) তাঁর যুগে কতটা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়:

১. শায়খুল ইসলাম উপাধি লাভ:

তাঁর যুগের আলেমগণ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে তাঁকে **'বুরহানুদ্দীন'** (দ্বীনের দলিল) এবং **'শায়খুল ইসলাম'** (ইসলামের মহান শায়খ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। সমসাময়িক মুফতি ও ফকিহগণ ফিকহি জটিলতা নিরসনে তাঁর দিকেই তাকিয়ে থাকতেন। যখনই কোনো মাসআলায় মতবিরোধ দেখা দিত, তখন তাঁর মতামতকেই **'ফায়সালা'** বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

২. ফকিহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে স্বীকৃতি:

তিনি কেবল ফিকহ বিশারদই ছিলেন না, বরং হাদিস শাস্ত্রেও ছিলেন সমান পারদর্শী। সমসাময়িক আলেমগণ স্বীকার করতেন যে, তিনি ফিকহের

মাসআলাগুলো সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইস্তিম্বাত (উদঘাটন) করার যোগ্যতা রাখতেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস:

(فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ)

অর্থ: "সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্ররাজির ওপর চাঁদের মর্যাদার মতো।"

মারগিনানী (র.) ছিলেন তাঁর যুগের সেই পূর্ণিমার চাঁদ, যার আলোয় অন্যান্য আলেমরাও আলোকিত হতেন।

৩. হানাফি মাযহাবের সংরক্ষক:

তাঁর সময়ে হানাফি মাযহাবের মাসআলাগুলো বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি সেগুলোকে একত্রিত ও বিন্যস্ত করে এমন এক মর্যাদা লাভ করেন যে, তাঁকে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পরবর্তী সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ **'মুহাররির'** বা সংকলক মনে করা হতো। সমসাময়িক আলেমরা বলতেন, হানাফি ফিকহ বুঝতে হলে মারগিনানী (র.)-এর দুয়ারে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফারগানা অঞ্চলের বাইরে তাঁর প্রভাব ও খ্যাতি:

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর জন্ম মধ্য এশিয়ার ফারগানায় হলেও তাঁর ইলমি প্রভাব ছিল বিশ্বজনীন। ফারগানার সীমানা পেরিয়ে তাঁর খ্যাতি কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আল-হিদায়া গ্রন্থের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা:

তাঁর রচিত **'আল-হিদায়া'** গ্রন্থটি তাঁর জীবদ্দশাতেই ফারগানা অতিক্রম করে বাগদাদ, সিরিয়া, মিশর ও হিন্দুস্তানের মাদরাসাগুলোতে পৌঁছে যায়। বিশ্বের আনাচে-কানাচে অবস্থানরত আলেমরা এই কিতাবটিকে লুফে নেন। এটি এমন জনপ্রিয়তা পায় যে, তৎকালীন সময়ে কোনো আলেম 'হিদায়া' না পড়লে তাকে ফকিহ মনে করা হতো না।

কবির ভাষায় এই কিতাবের এবং লেখকের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(إن الهداية كالقرآن قد نسخت ۞ ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب)

অর্থ: "নিশ্চয়ই হিদায়া কিতাবটি কুরআনের মতো (মর্যাদাপূর্ণ), যা শরীয়তের পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে মানসুখ বারহিত করে দিয়েছে।" এই পঙক্তিটি প্রমাণ করে যে, সারা মুসলিম বিশ্বেই তাঁর কিতাবের প্রভাব ছিল আকাশচুম্বী।

২. দূর-দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীদের আগমনঃ

তাঁর ইলমি সুখ্যাতি শুনে খোরাসান, ইরাক এবং হিজাজ থেকেও জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা ফারগানা ও সমরকন্দে ছুটে আসতেন। তিনি যখন হজ্জের সফরে মক্কা-মদিনায় গিয়েছিলেন, তখনও সেখানকার আলেমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করাকে সৌভাগ্য মনে করতেন। এটি প্রমাণ করে যে, আরব বিশ্বেও তিনি অপরিচিত ছিলেন না।

৩. বিচারকার্যে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণঃ

তৎকালীন আব্বাসীয় খিলাফত এবং পরবর্তী সময়ে আইয়ুবী ও মামলুক শাসনামলে বিচারকগণ (কাজী) আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর মতামতকে ভিত্তি করে রায় প্রদান করতেন। ফারগানার বাইরে মিশরের বা বাগদাদের আদালতে তাঁর কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হতো। এটি তাঁর আন্তর্জাতিক প্রভাবের এক বড় দলিল।

৪. পরবর্তী প্রজন্মের ওপর প্রভাবঃ

তাঁর প্রভাব কেবল তাঁর সমসাময়িক কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর ইন্তেকালের পরেও আজ পর্যন্ত হানাফি মাযহাবের যত কিতাব লেখা হয়েছে (যেমন- ফাতহুল কাদির, শামী, বাহরুর রায়িক), সবগুলোর মূল ভিত্তি বা কেন্দ্রবিন্দু হলো আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর চিন্তাধারা। ভারত উপমহাদেশের মাদরাসাগুলোতে আজও তাঁর কিতাব সর্বোচ্চ ক্লাসে পড়ানো হয়।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন এমন এক আলোকবর্তিকা, যার আলো ফারগানার সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে সমগ্র মুসলিম জাহানকে আলোকিত করেছিল। সমসাময়িক আলেমদের কাছে তিনি ছিলেন **'উস্তাদুল আসাতিজা'** বা শিক্ষকদের শিক্ষক। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং কালজয়ী রচনা তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা আরও বুলন্দ করুন।

6- صف المناقب والصفات الشخصية والعلمية التي اتصف بها العلامة المرغيناني حسب ما ورد في كتب التراجم

[জীবনী গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ইমাম মারগিনানী (র)-এর ব্যক্তিগত ও ইলমি গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।]

প্রশ্ন-৬: জীবনী গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ইমাম মারগিনানী (র)-এর ব্যক্তিগত ও ইলমি গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যুগে যুগে এমন কিছু মনীষী প্রেরণ করেছেন, যাঁরা কেবল ইলমের সাগরই ছিলেন না, বরং আমল ও আখলাকের দিক থেকেও ছিলেন উম্মাহর জন্য আদর্শ। হানাফি মাযহাবের অবিসংবাদিত নেতা, 'লিসানুল উম্মাহ' ও 'সাহিবুল হিদায়া' আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন তেমনই এক মহান ব্যক্তিত্ব। জীবনীকারগণ (আসহাবুত তারাজিম) তাঁর জীবনালোচনা করতে গিয়ে তাঁর অনন্য সাধারণ ব্যক্তিগত ও ইলমি গুণাবলি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য এবং ইলমের গভীরতা ছিল প্রবাদতুল্য।

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ব্যক্তিগত গুণাবলি (المنقبة الشخصية):

জীবনী গ্রন্থগুলোতে আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ব্যক্তিগত চরিত্রের যে দিকগুলো বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. তাকওয়া ও পরহেজগারি:

তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকি ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব। তাঁর তাকওয়া বা খোদাভীতি ছিল লোক দেখানো নয়, বরং অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত। তিনি সর্বদা হারাম তো দূরের কথা, মাকরুহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'আল-হিদায়া' কিতাবটি রচনার দীর্ঘ ১৩ বছর রোজা রেখেছিলেন এবং এই বিষয়টি তিনি গোপন রেখেছিলেন যাতে রিয়া বা লৌকিকতা না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি।"

২. ইবাদতে নিমগ্নতা:

ইলম চর্চার পাশাপাশি তিনি ইবাদত-বন্দেগিতেও ছিলেন অগ্রগামী। প্রতি মঙ্গলবার তিনি দরস বন্ধ রাখতেন এবং সারাদিন নফল ইবাদত, জিকির-আজকার ও তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর রাতের অধিকাংশ সময় কাটতো আল্লাহর ধ্যানে।

৩. ইলম ও কিতাবের প্রতি অসামান্য আদব:

তিনি ইলম এবং ইলমের উপকরণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনও কিবলামুখী হয়ে বা কিতাবের দিকে পা ছড়িয়ে বসতেন না। 'আল-হিদায়া' রচনার সময় তিনি সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন। তিনি বলতেন,

(لا يثبت العلم إلا بالتعظيم والتوقير)

অর্থাৎ, "সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছাড়া ইলম স্থায়ী হয় না।" এই আদবের কারণেই আল্লাহ তাঁর কিতাবকে সারা বিশ্বে কবুল করেছেন।

৪. বিনয় ও নম্রতা:

অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন চরম বিনয়ী। অহংকার বা গর্ব তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি নিজেকে সবসময় ছোট মনে করতেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে অত্যন্ত স্নেহের সাথে মিশতেন। তাঁর কবিতায় তিনি লিখেছেন:

(تَوَاضَعْ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لَاحَ لِنَاظِرٍ ۞ عَلَى صَفَحَاتِ الْمَاءِ وَهُوَ رَفِيعُ)

অর্থ: "বিনয়ী হও, তবে তুমি সেই তারার মতো হবে যা পানির উপরিভাগে দর্শকের কাছে দৃশ্যমান হয়, অথচ তা সুউচ্চ আসমানে থাকে।"

আল্লামা মারগিনানী (র.)-এর ইলমি গুণাবলি (المنقبة العلمية):

ইলমি ময়দানে তাঁর পদচারণা ছিল রাজকীয়। তাঁর ইলমি বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. ফিকহ ও হাদিসের সমন্বয়:

তৎকালীন সময়ে একদল আলেম কেবল হাদিস চর্চা করতেন, আরেকদল কেবল ফিকহ বা যুক্তি চর্চা করতেন। কিন্তু আল্লামা মারগিনানী (র.) ছিলেন বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি **'রিওয়ায়াত'** (হাদিস) এবং **'দিরায়াত'** (যুক্তি/ফিকহ) এর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তাঁর 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে

প্রতিটি মাসআলার স্বপক্ষে তিনি যৌক্তিক এবং নকলি (কুরআন-হাদিস ভিত্তিক) দলিল পেশ করেছেন।

২. ইজতিহাদ ও তারজিহ দেওয়ার ক্ষমতা:

তিনি ছিলেন 'আসহাবুত তারজিহ' বা ওই স্তরের ফকিহ, যিনি ইমামদের বিভিন্ন মতের মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটি বেছে নিতে পারেন। হানাফি মাযহাবের হাজার হাজার মাসআলার মধ্য থেকে কোনটি আমলযোগ্য এবং কোনটি দুর্বল, তা নির্ণয় করার অসাধারণ প্রজ্ঞা তাঁর ছিল। এজন্য তাঁকে হানাফি মাযহাবের **'মুহাররির'** বলা হয়।

৩. লিখনশৈলী ও রচনাশৈলী:

তাঁর লেখার হাত ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও মার্জিত। তিনি 'ইজাজ' বা স্বল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশের নীতি অনুসরণ করতেন। তাঁর আরবি ভাষা ছিল অত্যন্ত সাহিত্যমণ্ডিত। তিনি জটিল ফিকহি মাসআলাগুলোকে খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতে পারতেন। আরবিতে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়:
(أوتي جوامع الكلم في الفقه)
অর্থাৎ, "ফিকহ শাস্ত্রে তাঁকে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দচয়ন বা জাওয়ামিউল কালিম দান করা হয়েছিল।"

৪. সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভা:

তিনি কেবল শুষ্ক ফকিহ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন উঁচুমাপের সাহিত্যিক ও কবি। বিভিন্ন জটিল মাসআলা এবং নীতিকে তিনি কবিতার ছন্দে বেঁধে রাখতেন। তাঁর রচিত কবিতাগুলো আজও আরবি সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.) ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত এক মহামনীষী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন তাকওয়া ও বিনয়ের মূর্ত প্রতীক, তেমনি ইলমি জীবনে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর এই ব্যক্তিগত ও ইলমি গুণাবলিই তাঁকে যুগের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফকিহদের কাতারে স্থান করে দিয়েছে। তাঁর জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য এবং বিশেষ করে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শ।

7- متى وأين توفي العلامة المرغيناني؟ وما هي الآثار العلمية التي خلفها بعد وفاته؟

[ইমাম মারগিনানী (র) কখন এবং কোথায় ইন্তিকাল করেছেন? তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি কী ধরনের (ইলমী রচনাবলি) রেখে গেছেন?]

প্রশ্ন-৭: ইমাম মারগিনানী (র) কখন এবং কোথায় ইন্তিকাল করেছেন? তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি কী ধরনের (ইলমী রচনাবলি) রেখে গেছেন?

ভূমিকা:

প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে—এটি আল্লাহর অমোঘ বিধান। কিন্তু কিছু মৃত্যু কেবল একটি জীবনের সমাপ্তি নয়, বরং একটি যুগের অবসান। হানাফি ফিকহের সূর্যসন্তান, শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-এর মৃত্যু ছিল তেমনই এক ঘটনা। তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে গেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া অমর রচনাবলি তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে জীবিত রাখবে। নিচে তাঁর ওফাত এবং রেখে যাওয়া ইলমি ভাণ্ডার বা রচনাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ইমাম মারগিনানী (র.)-এর ইন্তিকাল (وفاته):

১. ইন্তিকালের সময় ও তারিখ:

জীবন ও জগতের মায়া ত্যাগ করে এই মহান ফকিহ হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষলগ্নে মাওলায়ে হাকিকির ডাকে সাড়া দেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, তিনি ৫৯৩ হিজরি সনের ১৪ই জিলহজ্জ, রোজ মঙ্গলবার ইন্তিকাল করেন। ইংরেজি সাল অনুযায়ী এটি ছিল ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দ।

আরবিতে তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কে বলা হয়:

(توفي رحمه الله في الرابع عشر من ذي الحجة سنة 593 هـ).

২. ইন্তিকালের স্থান ও দাফন:

তিনি উজবেকিস্তানের ঐতিহাসিক সমরকন্দ নগরীতে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সমরকন্দের বিখ্যাত কবরস্থান 'চাকারদিযা' (Chakardiza)-তে তাঁকে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই কবরস্থানটি

বুখারা ও সমরকন্দের আলেমদের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং এখানে অসংখ্য বড় বড় ফকিহ ও মুহাদ্দিস শায়িত আছেন।

রেখে যাওয়া ইলমি রচনাবলি (آثاره العلمية):

আল্লামা মারগিনানী (র.) তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মাহর জন্য এক বিশাল ইলমি ভাণ্ডার রেখে গেছেন। তাঁর লেখনী ছিল অত্যন্ত সারগর্ভ, প্রমাণসিদ্ধ এবং গবেষণালব্ধ। নিচে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির পরিচয় দেওয়া হলো:

১. আল-হিদায়া (الهداية):

এটি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং হানাফি ফিকহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ১৩ বছর কঠোর সাধনা করে তিনি এটি রচনা করেন। এই কিতাব সম্পর্কে বলা হয়, এটি কুরআনের পর সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং গবেষণাকৃত ফিকহের কিতাব। এতে তিনি হাজার হাজার মাসআলার দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

কবির ভাষায়:

(إن الهداية كالقرآن قد نسخت ۞ ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب)

অর্থাৎ, "হিদায়া গ্রন্থটি পূর্ববর্তী সকল ফিকহি কিতাবকে মানসুখ বা রহিত করে দিয়েছে।"

২. বিদায়াতুল মুবতাদী (بداية المبتدي):

এটি মূলত ফিকহ শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত। এই কিতাবটি ইমাম কুদূরী (র.)-এর 'মুখতাসার' এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর 'আল-জামিউস সগীর'-এর মাসআলাগুলোর সমন্বয়ে সংকলিত। আল্লামা মারগিনানী (র.) বলেছিলেন, (من حفظ هذا الكتاب فهو فقيه) - "যে এই কিতাবটি মুখস্থ করবে, সে ফকিহ হয়ে যাবে।"

৩. কিফায়াতুল মুনতাহী (كفاية المنتهي):

যখন তিনি দেখলেন 'বিদায়াতুল মুবতাদী'র মাসআলাগুলোর বিস্তারিত দলিল ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন, তখন তিনি এই বিশাল গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ছিল ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট ব্যাখ্যাগ্রন্থ। কিন্তু এর বিশাল আয়তন দেখে তিনি আশঙ্কা

করলেন যে, মানুষ এটি পড়তে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। তাই পরবর্তীতে তিনি এটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'আল-হিদায়া' রচনা করেন।

৪. আত-তাজনিস ওয়াল মাযিদ (التجنيس والمزيد):

এটি তাঁর রচিত ফতোয়া বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান এবং বিরল মাসআলাগুলো (নাওয়াদির) স্থান দিয়েছেন। বিচারক ও মুফতিদের জন্য এটি একটি অপরিহার্য কিতাব।

৫. মানাসিকুল হজ্জ (مناسك الحج):

হজ্জের বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন এবং মাসআলা-মাসাইল নিয়ে রচিত এটি একটি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। হজ্জ যাত্রীদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী।

৬. মুখতারাতুন্ নাওয়াযিল (مختارات النوازل):

এই গ্রন্থে তিনি নিত্যনতুন উদ্ভূত সমস্যা বা 'নাওয়াযিল' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, তা এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে।

৭. কিতাবুল ফারায়েজ (كتاب الفرائض):

উত্তরাধিকার আইন বা ফারায়েজ শাস্ত্রের ওপর তিনি এই কিতাবটি রচনা করেন। এতে তিনি মিরাস বণ্টনের জটিল অংক ও নিয়মগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, আল্লামা বুরহানুদ্দীন আল-মারগিনানী (র.)-এর ৫৯৩ হিজরিতে ইন্তিকালের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে একটি উজ্জ্বল প্রদীপ নিভে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি যে ইলমি 'আসার' বা রচনাবলি রেখে গেছেন, তা আজও মুসলিম বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। তাঁর রচিত 'আল-হিদায়া' সহ অন্যান্য গ্রন্থাবলি ফিকহ শাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খেদমতকে 'সাদাকায়ে জারিয়া' হিসেবে কবুল করুন এবং তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমিন।